কোটচাঁদপুরে ট্রেনের ধাক্কায় লাটা হাম্পার চালক নিহত, আহত হেলপার

কোটচাঁদপুরে ট্রেনের ধাক্কায় ইঞ্জিনচালিত লাটা হাম্পার গাড়ির চালক আলাউদ্দিন (৫০) নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গাড়ির হেলপার আহত হয়েছেন।

রোববার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার বড় বামনদহ ছোট রেলগেট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, রোববার সকালে রাজশাহী থেকে ছেড়ে আসা সাগরদাঁড়ি ট্রেনের ধাক্কায় ইঞ্জিনচালিত লাটা হাম্পার গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই গাড়ির চালক আলাউদ্দিন নিহত হন। তিনি কালীগঞ্জ উপজেলার ঈশ্বরবা গ্রামের মসলেম উদ্দিনের ছেলে। তবে আহত হেলপারের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।

প্রত্যক্ষদর্শী লালবানু বলেন, “আমি লাইনের পাশে কাজ করছিলাম। ট্রেন চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর দেখি গাড়িটি লাইনের পাশে পড়ে আছে। পাশে একজন পড়ে কাতরাচ্ছিলেন। মুখে পানি দিয়ে আল্লাহর নাম নেওয়ার কিছুক্ষণ পরই তিনি মারা যান। পাশে আরেকজন আহত অবস্থায় পড়ে ছিলেন। পরে স্থানীয়রা তাদের ভ্যানে করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।”

কোটচাঁদপুর রেলস্টেশনের সহকারী স্টেশন মাস্টার তুর্কি বলেন, “ওই সময় ডিউটিতে ছিলেন স্টেশন মাস্টার মোশারফ হোসেন। আমি আসার পর এ ধরনের ঘটনার কথা শুনেছি। যেখানে দুর্ঘটনার কথা বলা হচ্ছে, সেটি আউটার সিগনালের বাইরে পিডব্লিউডি এলাকার মধ্যে।”

কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক রায়হানা আক্তার লিমা বলেন, “একজনকে আমরা মৃত অবস্থায় পেয়েছি। অন্যজন আহত ছিলেন। তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।”

ঝিনাইদহে পেঁয়াজের বাম্পার ফলন, বাজারে নেই ন্যায্য দাম

দেশের অন্যতম পেঁয়াজ উৎপাদনকারী এলাকা ঝিনাইদহের শৈলকুপায় এ বছর পেঁয়াজের ভালো ফলন হলেও ন্যায্যমূল্য না পাওয়ায় চরম হতাশায় পড়েছেন চাষিরা। মাঠভর্তি পেঁয়াজ থাকলেও বাজারে দাম কম থাকায় উৎপাদন খরচই তুলতে পারছেন না অধিকাংশ কৃষক। ফলে লাভ তো দূরের কথা, অনেকেই লোকসানের আশঙ্কায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন।

কৃষকেরা জানান, এক বিঘা জমিতে পেঁয়াজ চাষ করতে বীজ, সার, সেচ ও শ্রমিকসহ অন্তত ৩৫ থেকে ৪৫ হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ হয়। কিন্তু বাজারে দাম কম থাকায় সেই খরচ তুলতেই হিমশিম খেতে হচ্ছে। অনেক কৃষক বাধ্য হয়ে কম দামে পেঁয়াজ বিক্রি করছেন, আবার কেউ কেউ দাম বাড়ার আশায় ঘরে মজুত করে রাখছেন।

জানা গেছে, চলতি মৌসুমে অনুকূল আবহাওয়ার কারণে শৈলকুপা উপজেলায় পেঁয়াজের উৎপাদন বিগত বছরের তুলনায় বেশ ভালো হয়েছে। তবে বাজারে সরবরাহ বেশি হওয়ায় শুরুতেই দাম পড়ে গেছে। পাইকারি বাজারে প্রতিমণ পেঁয়াজের দাম অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচের নিচে নেমে এসেছে। এতে করে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছেন ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকরা।

কৃষি বিভাগের তথ্যমতে, এ বছর শৈলকুপা উপজেলায় ১২ হাজার ৮৪৬ হেক্টর জমিতে পেঁয়াজের চাষ করা হয়েছে। প্রতিমণ পেঁয়াজ উৎপাদনে আকারভেদে খরচ হয়েছে প্রায় ১ হাজার ৫০০ থেকে ১ হাজার ৬৫০ টাকা পর্যন্ত। সম্প্রতি উপজেলার বেশ কয়েকটি বাজার ঘুরে দেখা গেছে, প্রতিমণ পেঁয়াজ ৮০০ থেকে ১ হাজার ১৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

আওধা গ্রামের কৃষক আব্দুর রহিম বলেন, “এত কষ্ট করে এ বছর পেঁয়াজ চাষ করলাম, কিন্তু বাজারে এসে দেখি দাম নেই। খরচের টাকাই উঠছে না। পেঁয়াজের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে সংরক্ষণ ব্যবস্থা বাড়ানো এবং বাজার ব্যবস্থাপনায় কার্যকর উদ্যোগ সরকারকে নিতে হবে। তা না হলে আগামী বছর থেকে আর পেঁয়াজ চাষ করব না।”

লাঙ্গলবাঁধ বাজারে পেঁয়াজ বিক্রি করতে আসা কৃষক রমজান আলী বলেন,

“সার, বীজ, কীটনাশক ও সেচ খরচ মিলিয়ে প্রতিমণ পেঁয়াজে প্রায় ১ হাজার ৫০০ টাকা খরচ হয়েছে। এখন বাজারে এসে বিক্রি করতে হচ্ছে ৯৫০ থেকে ১ হাজার ১০০ টাকায়। এই লোকসান নিয়ে আমাদের মতো কৃষকদের সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ছে।”

শৈলকুপার ভাটইবাজারের আড়তদার জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, “বর্তমানে পেঁয়াজ কিনে দেশের বিভিন্ন মোকামে গিয়ে বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে আমাদের। সেখানে মোটা অঙ্কের টাকা লোকসান দিয়ে পেঁয়াজ বিক্রি করতে হচ্ছে। এ বছর চাহিদার তুলনায় পেঁয়াজ বেশি উৎপাদন হয়েছে। ফলে যত দিন যাচ্ছে দাম কমছে। তবে সামনে ঈদুল ফিতরে চাহিদা বাড়বে বলে আশা করছি। সেই সঙ্গে পেঁয়াজের দামও কিছুটা বাড়তে পারে।”

এ ব্যাপারে শৈলকুপা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান স্বদেশ প্রতিদিনকে বলেন, “আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এ বছর পেঁয়াজের বাম্পার ফলন হয়েছে। কিন্তু ন্যায্যমূল্য না পেয়ে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। বাজার ব্যবস্থাপনা অনেকগুলো বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। চাষিদের সুবিধার্থে উৎপাদিত পণ্যের একটি নির্ধারিত মূল্য থাকা প্রয়োজন। তা না হলে এ উপজেলায় পেঁয়াজের উৎপাদন ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়বে।”

কোটচাঁদপুরে কৃষকের গোয়ালঘর ভস্মীভূত, আগুনে পুড়ল তিনটি গরু

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার বলুহর ইউনিয়নের এড়ান্দাহ পূর্বপাড়া গ্রামে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। মশা তাড়ানোর ‘ধূপ’ থেকে সূত্রপাত হওয়া আগুনে মো. উমবাত আলী নামে এক কৃষকের গোয়ালঘর ভস্মীভূত হয়েছে এবং গবাদিপশুর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মৃত আয়ুব আলীর ছেলে মো. উমবাত আলী প্রতিদিনের মতো গত রাতেও তার গোয়ালঘরে মশা তাড়ানোর জন্য

শুকনো গোবর বা নেড়ি দিয়ে ধূপের (কুণ্ডলী) ব্যবস্থা করেন। রাত আনুমানিক ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে হঠাৎ ওই ধূপের আগুন থেকে পুরো ঘরে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যেই আগুনের লেলিহান শিখা গোয়ালঘরটি গ্রাস করে নেয়।

আগুনে ঝলসে ঘটনাস্থলেই প্রায় ১ লাখ টাকা মূল্যের একটি গরু মারা যায়। এছাড়া আগুনে মারাত্মকভাবে দগ্ধ হয়েছে আরও দুটি গরু, যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা। গরুর ঘরসহ সব মিলিয়ে ওই কৃষকের প্রায় ৪ লাখ টাকার সমপরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে ভুক্তভোগী পরিবার দাবি করেছে।

শৈলকুপার ১৮৪০ কৃষক পাবেন ‘কৃষি কার্ড’

দেশের প্রান্তিক চাষিদের ভাগ্যোন্নয়নে এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। টিসিবির ফ্যামিলি কার্ডের আদলে সারা দেশে চালু হতে যাচ্ছে ‘কৃষি কার্ড’।

দেশের আটটি বিভাগের নয়টি উপজেলায় প্রাথমিকভাবে চালু হচ্ছে ‘কৃষি কার্ড’ কর্মসূচি। এরমধ্যে রয়েছে ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা। প্রি পাইলটিং হিসেবে উপজেলার আবাইপুর ইউনিয়নের কৃপালপুর ব্লকের ৬টি গ্রামে প্রাথমিকভাবে শুরু হয়েছে কৃষি কার্ডের তথ্য সংগহ। পাচপাখিয়া, কৃপালপুর, যুগনী, বাগনী, চরবাগনী, পদ্মনগর গ্রামের কৃষকদের তথ্য সংগ্রহ করতে মাঠে কাজ করছেন উপজেলা কৃষি বিভাগ।

শৈলকুপা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আরিফুজ্জামান বলেন,‘চলতি মাসের মধ্যে কৃষকদের তথ্য সংগ্রহ শেষ করতে হবে। এরপর এপ্রিল মাসের ৭ তারিখের মধ্যে কার্ড তৈরি করতে হবে। আর পয়লা বৈশাখে কার্ড বিরতণ করবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। প্রাথমিকভাবে এই উপজেলায় ১৮৪০ জন কৃষক এই ‘কৃষি কার্ড পাবে, যা পরবর্তিতে পর্যায়ক্রমে আরও বাড়বে।

ঝিনাইদহে লাশ নিয়ে বিএনপির বিক্ষোভ, জামায়াতের দাবি স্ট্রোকে মৃত্যু, গ্রেপ্তার ৩

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মাধবপুর গ্রামে বিএনপি ও জামায়াতের সংঘর্ষে নিহত কৃষকদল নেতা তরু মুন্সীর লাশ নিয়ে শহরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিএনপি। অন্যদিকে স্ট্রোকে মৃত্যুর দাবি করে সংবাদ সম্মেলন করেছে জামায়াতে ইসলামী ঝিনাইদহ সদর শাখা।

শনিবার (১৪ মার্চ) বেলা ১২টার দিকে ঝিনাইদহ মর্গ থেকে ময়নাতদন্ত শেষে লাশ নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল বের করে বিএনপি। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে হামদহ মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাড. এম এ মজিদ, সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, দলটির নেতাকর্মী ছাড়াও নিহতের স্বজনরা বক্তব্য রাখেন।

সে সময় জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাড. এম এ মজিদ বলেন, জামায়াত ও শিবিরের নেতাকর্মীরা কৃষকদল নেতা তরু মুন্সীকে মাথায় আঘাত করে বেধড়ক পিটিয়ে আহত করেছে। সিটি স্ক্যানে তার মাথায় আঘাতের ক্ষতচিহ্ন রয়েছে, যে কারণে তার মৃত্যু হয়েছে। তিনি আরও বলেন, তারা ইনসাফের লেবাস পরে করে বে-ইনসাফ। ওরা একটি বেইমান মুনাফেক দল। আমরা এই ন্যাক্কারজনক হত্যার বিচার চাই।

এদিকে তরু মুন্সীর মৃত্যু স্ট্রোকজনিত কারণে হয়েছে বলে দাবি করেছে জামায়াত।

শনিবার দুপুরে জেলা জামায়াতের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি করেন তারা। সংবাদ সম্মেলনে সদর উপজেলা জামায়াতের থানা আমীর ড. মো. হাবিবুর রহমান বলেন, মাধবপুর গ্রামে মহিলা জামায়াতের ইফতার মাহফিল ছিল। সেখানে বিএনপির লোকজন গিয়ে নারীদের মারধর ও শ্লীলতাহানি করে। যে কারণে স্থানীয় জামায়াত নেতাকর্মীদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়। এতে দুই পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়। তরু মুন্সীর গায়ে কেউ আঘাত করেনি। তিনি হার্টের রোগী, তার মৃত্যু স্ট্রোকজনিত কারণে হয়েছে বলে উল্লেখ করেন ড. হাবিবুর রহমান।

তিনি আরও বলেন, তরু মুন্সী শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। মারামারির কারণে তিনি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে স্ট্রোক করেন। যে কারণে তার মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যু নিয়ে অপ-রাজনীতি করা হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্তমানে তাদের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা ও দোকানপাট ভাঙচুর করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, শুক্রবার সকালে সদর উপজেলার মাধবপুর গ্রামে জামায়াতের মহিলা শাখার পক্ষ থেকে ইফতারের আয়োজন করা হয়। দুপুরে ইফতারের আয়োজন নিয়ে নারী কর্মীদের সঙ্গে স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীদের বাকবিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে মহিলা কর্মীদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বিএনপি কর্মীদের সংঘর্ষ বেধে যায়। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ৮ জন আহত হয়। তাদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে কৃষকদল নেতা তরু মুন্সীর অবস্থা গুরুতর হলে তাকে ঢাকায় রেফার্ড করা হয়। সেখানে রাত ৮টার দিকে মারা যান তরু মুন্সী। নিহত তরু ইউনিয়ন কৃষকদলের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন।

এ বিষয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিল্লাল হোসেন (অর্থ ও প্রশাসন) জানান, তরু মুন্সীর ছেলে শিপন মিয়া ৫১ জনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন এবং সেই মামলায় এ পর্যন্ত ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে আহত বিএনপি কর্মীর মৃত্যু

ঝিনাইদহে জামায়াতের নারী কর্মীদের ইফতার ও দোয়া মাহফিলকে কেন্দ্র করে জামায়াত ও বিএনপির সংঘর্ষে আহত বিএনপি কর্মী তরু মিয়া (৪৮) ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।

শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সদর উপজেলার গান্না ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামে জামায়াতের নারী কর্মীদের সমাবেশ ও ইফতার মাহফিল পণ্ড করতে গিয়ে বিএনপি কর্মীদের সঙ্গে জামায়াতের নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষ ঘটে। এতে উভয়পক্ষের অন্তত ৮ জন আহত হন।

বেলা সাড়ে ১২টার দিকে আহতদের ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হলে তরু মিয়ার অবস্থা শঙ্কাপন্ন হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় সন্ধ্যায় তরু মিয়া মারা যান।

নিহত তরু মিয়া মাধবপুর গ্রামের মৃত মনছুর আলীর ছেলে। প্রায় দুই দশক তিনি প্রবাসে ছিলেন। পাঁচ মাস আগে দেশে ফিরে এসে তার ছেলে শিপন রহমান ইউনিয়ন ছাত্রদলের নেতা হওয়ায় তিনি বিএনপির রাজনীতিতে সক্রিয় হন।

ইউনিয়ন যুবদল নেতা আবু কালাম বলেন, “জামায়াতের হামলায় আমিসহ বিএনপির ৭ নেতা-কর্মী আহত হন। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তাদের ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে আনা হয়। তরু মিয়া মারাত্মক আহত ছিলেন। অবস্থা খারাপ হলে ডাক্তাররা তাকে ঢাকায় রেফার্ড করেন। ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ৮টার দিকে আইসিইউতে তার মৃত্যু হয়। মরদেহ অ্যাম্বুলেন্সে করে বাড়িতে আনা হচ্ছে।”

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অর্থ ও প্রশাসন) শেখ বিল্লাল হোসেন বলেন, “আহত তরু মিয়া ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। পুনরায় কোনো অনাকাঙ্খিত ঘটনা যাতে না ঘটে, সেই কারণে ওই এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ, র্যাব ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা টহল দিচ্ছেন। সংঘর্ষের ঘটনাসহ সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। ঘটনায় যথাযথ আইনী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।”

হরিণাকুণ্ডুতে বৃদ্ধাশ্রমের মায়েদের মাঝে ঈদ উপহার ও মাস জুড়ে ইফতার বিতরণ

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে একটি বৃদ্ধাশ্রমের মায়েদের মাঝে ঈদ উপহার ও রমজান মাস জুড়ে ইফতারি

সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

আজ সকালে উপজেলার জোড়াপুকুরিয়া বৃদ্ধাশ্রমে সংযোগ ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে এ উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির জেলা কো-অর্ডিনেটর মুন্সী মো. আবু হাসান, উপদেষ্টা সহাকারী অধ্যাপক কে এম সালেহ, শাহানুর আলম, কাজী আলী আহম্মেদ লিকু, জোড়াপুকুরিয়া বৃদ্ধাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ইসমত আরাসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

অনুষ্ঠানে বৃদ্ধাশ্রমে বসবাসরত ২৪ জন মায়ের হাতে ঈদ উপহার হিসেবে নতুন শাড়ি তুলে দেওয়া হয়। উপহার পেয়ে বৃদ্ধাশ্রমের মায়েরা আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সংগঠনটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, রমজান মাসজুড়ে বৃদ্ধাশ্রমের মায়েদের জন্য প্রতিদিন ইফতারের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এছাড়াও সমাজে আত্মকর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যে হরিণাকুন্ডু উপজেলার দুটি মাদ্রাসায় প্রশিক্ষণের জন্য সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়েছে।

আয়োজকরা বলেন, সমাজের অবহেলিত ও বয়স্ক মানুষদের পাশে দাঁড়ানো এবং তাদের মুখে হাসি ফোটানোই তাদের মূল লক্ষ্য। ভবিষ্যতেও এ ধরনের মানবিক ও সামাজিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে তারা জানান।

ঝিনাইদহে সাড়ে ৭ হাজার অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ঝিনাইদহে সাড়ে ৭ হাজার দরিদ্র-অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকালে শহরের আরাপপুরে জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ ও জোহান পরিবারের পক্ষ থেকে এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

সকালের প্রথম প্রহর থেকেই শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে নারী-পুরুষ ও বয়স্ক মানুষ খাদ্য সহায়তা নিতে আরাপপুর এলাকায় জড়ো হন। অনেকেই দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করেন। আয়োজকদের পক্ষ থেকে প্রতিটি পরিবারের জন্য ৮ কেজি চাল, ১ কেজি চিনি এবং আধা কেজি সেমাই প্রদান করা হয়, যা পেয়ে উপকারভোগীরা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

আয়োজকরা জানায়, সমাজের অসহায় ও নিম্নআয়ের মানুষের সাথে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের মানবিক

কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলেও তারা জানান।

ঝিনাইদহে ১৫’শ অসহায় পরিবারের মাঝে চাল বিতরণ

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ঝিনাইদহের ঘোড়শাল ইউনিয়ন পরিষদে অসহায় দরিদ্রদের মাঝে ভিজিএফ এর চাল বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ইউনিয়ন পরিষদ এ চাউল বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পারভেজ মাসুদ লিল্টন, ট্যাগ অফিসার সন্দীপ কুমার, ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ওয়াহেদুজ্জামানসহ ইউপি সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ইউপি চেয়ারম্যান পারভেজ মাসুদ লিল্টন জানান, ইউনিয়নের ১৪ টি গ্রামের ১ হাজার ৫ শত ৫৪ জন উপকার ভোগীদের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে ১০ কেজি করে চাল বিতরণ করা হয়।

শৈলকুপায় জমির মামলা চলাকালেই তৃতীয় পক্ষের দেয়াল নির্মাণের অভিযোগ

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলায় জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে দুই বিবাদী জেলহাজতে থাকার সুযোগে বিতর্কিত জমিতে জোরপূর্বক সীমানা প্রাচীর নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় প্রভাবশালী দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে। একাধিক মামলা চলমান থাকা সত্ত্বেও এসব তোয়াক্কা না করে তারা নির্মাণকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা।

মামলার বিবরণ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, শৈলকুপা উপজেলার মহেশপুর মণ্ডলপাড়া গ্রামের আনোয়ারুল ইসলামের সঙ্গে একই গ্রামের মৃত জাফর ইকবালের ছেলে শাহ আলম সাগর ও সবুজ হোসেনসহ তাদের পরিবারের দীর্ঘদিন ধরে জমিজমা নিয়ে বিরোধ চলে আসছে। এ বিরোধের জেরে আনোয়ারুল ইসলাম তাদের বিরুদ্ধে চাঁদা দাবি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালানোর অভিযোগ আনেন।

পরে আনোয়ারুল ইসলাম বাদী হয়ে দ্রুত বিচার আইনে একটি মামলা দায়ের করেন (মামলা নং—শৈল: দ্রুত, সি/আর-৫২/২৫)। মামলার প্রেক্ষিতে পুলিশ শাহ আলম সাগর ও সবুজ হোসেনকে গ্রেপ্তার করে জেলহাজতে পাঠায়।

অভিযোগ রয়েছে, তারা জেলহাজতে থাকার সুযোগে তাদের সহযোগীরা বিরোধপূর্ণ ওই জমি দখল করে সেখানে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ শুরু করেছেন। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীরা শৈলকুপা থানায় একাধিক লিখিত অভিযোগ দিলেও এখন পর্যন্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে দাবি করেন তারা।

এ বিষয়ে শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির মোল্লা বলেন, জমিসংক্রান্ত বিরোধের ক্ষেত্রে আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকলে সেখানে কোনো ধরনের নির্মাণকাজ করার সুযোগ নেই। এ ধরনের অভিযোগ পাওয়া গেলে দ্রুত পুলিশ পাঠিয়ে নির্মাণকাজ বন্ধ করা হবে এবং আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।